বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

অর্থ-বছরঃ ২০২২-২০২৩

প্রকাশকাল

জুন, ২০২২

গোয়াইনঘাট উপজেলা পরিষদ

সিলেট

সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	মুখবন্ধ	৫
	বাণী	৬
১.	প্রথম অধ্যায়(উপজেলার পরিচিতি)	
১.১	উপজেলার পটভূমি	১১
১.২	উপজেলার নামের ইতিহাস	১২
১.৩	উপজেলার মানচিত্র	১৩
১.৪	উপজেলার ভৌগলিক পরিচিতি	১৪
১.৫	উপজেলার ভাষা ও সংস্কৃতি	১৪
১.৬	উপজেলার খেলাধুলা ও বিনোদন	১৫
১.৭	উপজেলার নদ-নদী	১৫
১.৮	উপজেলার যোগাযোগ	১৬
১.৯	উপজেলার ব্যবসা-বানিজ্য	১৬
১.১০	উপজেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য	১৭
১.১১	উপজেলার কৃতিব্যক্তিত্ব	১৯
২.	দ্বিতীয় অধ্যায় (আর্থ-সামাজিক তথ্য)	
২.১	উপজেলা পরিষদের আর্থ-সামাজিক তথ্য	২১
২.২	বিভিন্ন বিভাগের আর্থ-সামাজিক তথ্য	
২.২.১	ইউনিয়ন	২৩
২.২.২	সমাজসেবা	২৪
২.২.৩	বিআরডিবি	২৭
২.২.৪	কৃষি	২৯
২.২.৫	উপজেলা শিক্ষা	৩১
২.২.৬	মৎস্য	৩৩
২.২.৭	উপজেলা স্বাস্থ্য	৩৪
২.২.৮	মহিলাবিষয়ক	৩৫
২.২.৯	ভুমি ও রাজস্ব	৩৭
২.২.১০	যোগাযোগ	৩৮
২.২.১১	পরিবার পরিকল্পনা	৩৮
২.২.১২	প্রাণী সম্পদ	৩৮
২.২.১৩	সমবায়	৩৮
২.২.১৪	মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	৩৯

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
৩.	তৃতীয় অধ্যায় (পরিকল্পনা)	
৩.১	পরিকল্পনা কি.....	৪২
৩.২	উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ	৪৩
৩.৩	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রক্রিয়া ও কৌশল.....	৪৪
৩.৪	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ধাপ সমূহ.....	৪৫
৪.	চতুর্থ অধ্যায়(উপজেলার সম্পদ বিবরনী)	
৪.১	উপজেলার সম্পদ বিবরনী	৪৭
৫.	পঞ্চম অধ্যায় (অবস্থা বিশ্লেষন)	
৫.১	অবস্থা বিশ্লেষন	৫০
৫.২	রুপকল্প নির্ধারণ.....	৫২
৫.৩	সেক্টর ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ	৫২
৬.	ষষ্ঠ অধ্যায় (উন্নয়ন কার্যক্রম)	
৬.১	উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম	৫৪
৬.২	উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা	৬১
৭.	সপ্তম অধ্যায় (বাজেট)	
৭.১	২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরের প্রস্তাবিত বাজেট	৯১
৮.	অষ্টম অধ্যায়(মনিটরিং ও মূল্যায়ন)	
৮.১	মনিটরিং ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য.....	৯২
৮.২	মনিটরিং ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড.....	৯৩
৮.৩	মনিটরিং ফরম্যাট.....	৯৪
৮.৪	মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের কাঠামো.....	৯৬
৯.	নবম অধ্যায় (সচিত্র উপজেলা পরিষদ)	
৯.১	উপজেলার বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন	৯৭
১০.	পরিশিষ্ট	
১০.১	উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা.....	১০১
১০.২	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমুহের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা.....	১২০

উপজেলা চেয়ারম্যানের বাণী

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা সিলেট জেলার একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী উপজেলা। উপজেলা সৃষ্টির পর থেকেই এ উপজেলা তার উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণের জন্য সমন্বিতভাবে উপজেলার উন্নয়ন করা কষ্টসাধ্য করে তুলেছিল । আশার কথা আমরা ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য একটি সমন্বিত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন করতে পারছি।

সুশাসন ও জবাবদিহিতা ছাড়া যেমন একটি প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না তেমনি জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়াও সেই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বর্তমান জনবান্ধব সরকার তাই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যকর উন্নয়নে বিশ্বাসী। জনপ্রতিনিধি, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সিভিল সোসাইটি ও ব্যক্তি মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি কার্যকর ও অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা তৈরীর লক্ষ্যেই এ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে বলে আমি জেনেছি। এটা বাস্তবায়িত হলে পরে যেমন একটি পরিকল্পিত উন্নয়ন সম্ভব হবে তেমনি প্রতিষ্ঠান সমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও বৃদ্ধি পাবে। জনগন প্রত্যক্ষভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহনের ফলে নিজেদেরকে মর্যাদাপূর্ণ ভাববে।

আমি এ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানচ্ছি। আমি আশা করবো উপজেলা পরিষদ এ পরিকল্পনা মোতাবেক তার উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত রাখবে।

22/06/2022ইং

মোহাম্মদ ফারুক আহমদ
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
গোয়াইনঘাট

তাহমিলুর রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
গোয়াইনঘাট, সিলেট

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাণী

গোয়াইনঘাট উপজেলা সিলেট জেলার একটি অন্যতম প্রধান উপজেলা। ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং জীবনযাত্রার মানেও এই উপজেলা আলোচিত এবং আলোকিত। "বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" করার মাধ্যমে এই উপজেলার উন্নয়ণ কর্মকান্ডে একটি সমন্বয়ের সুযোগ তৈরী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। সরকারী সেবায় আস্থা ফিরিয়ে আনতে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। একথা অনস্বীকার্য যে, অংশগ্রহনমূলক, শক্তিশালী, জবাবদিহিতামূলক, নিরপেক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ব্যতিরেকে উপজেলা পরিষদকে কার্যকরী করা সম্ভবপর নয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের দীর্ঘমেয়াদের ভিশনই পারে ভবিষ্যতের কাংখিত মাত্রার স্থানীয় সরকার তৈরী করতে।

উপজেলার বিভিন্ন দফতরের সম্পাদিত কাজ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এখানে স্থান পেয়েছে। এর পাশাপাশি জাতীয় দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্ব-স্ব দফতরের কাজের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী-বেসরকারী সেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠান একটি একীভূত সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সেবা প্রদান অব্যাহত রাখবে বলে আমি মনে করি।

এই পরিকল্পনা পুস্তিকায় তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তর ও তার কর্মকর্তাবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই এই পুস্তিকা প্রণয়নে যারা নিরলসভাবে কাজ করেছেন এবং একে স্বার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন।

তাহমিলুর রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
গোয়াইনঘাট, সিলেট

প্রথম অধ্যায়
উপজেলার পরিচিতি

ধান, মাছ, গান এ সুরমার প্রাণ। সেই ঐতিহাসিক সুরমা বিধৌত জেলা সিলেট গোয়াইনঘাট ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত ঘেষে ৪৮৮.৯২ বর্গ কিলোমিটার আয়তন জুড়ে বিস্তৃত গোয়াইনঘাট উপজেলা। তৎকালীন বৃটিশ আমল হতে গোয়াইনঘাট ৫টি ইউনিয়ন নিয়ে কসবা থানার অন্তর্গত ছিল এবং একটি পুলিশ ফাঁড়ির মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হত। স্বাধীনতাত্তোরকালে রুস্তমপুর, ২. পশ্চিম জাফলং, ৩. পূর্ব জাফলং, ৪. লেঙ্গুড়া, ৫. আলীরগাঁও, ৬. ফতেপুর, ৭. নন্দিরগাঁও ও ৮. তোয়াকুল ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে গোয়াইনঘাট প্রশাসনিক থানা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর ১৯৮৩ সনে তৎকালীন সরকারের প্রশাসন বিকেন্দ্রিকরণের অংশ হিসেবে ১৪.০৯.১৯৮৩ খ্রিঃ তারিখে উপজেলায় উন্নীত করা হয়। এ উপজেলার মোট গ্রামের সংখ্যা ২৩৬। উত্তরে ভারত ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে সদর উপজেলা, পূর্বে জৈন্তা উপজেলা ও পশ্চিমে কোম্পানিগঞ্জ উপজেলায় ঘেরা গোয়াইনঘাট উপজেলার জনসংখ্যা প্রায় ২,৫০,২১৫ জন। এখানে রয়েছে ভারত-বাংলাদেশের আন্তঃবাণিজ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থল বন্দর, তামাবিল চেক পোস্ট পয়েন্ট যোগাযোগের নাভীমূল বলে খ্যাত গোয়াইনঘাট, জাফলং হাইওয়ে হতে সড়ক পথে বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে গমনাগমনের জন্য রয়েছে যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা। হিন্দু সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় উপাসনালয় রাধানগরে রাধা মাধবের আখড়া। এছাড়া রয়েছে বাংলাদেশ মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের শহীদ খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার অন্যতম সমাধি সহ বেশ কয়েকটি গণ কবর ও বধ্যভূমি। ধান, পাট, আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, আনারস ও সব ধরনের সবজি এখানকার উৎপন্ন যোগ্য ফসল। এ উপজেলা রয়েছে প্রচুর মৎস্য খামার। অতি বৃষ্টির ফলে ভারতের মেঘালয় থেকে আসা পাহাড়ি ঢলে নিম্নাঞ্চলে সাময়িক কিছু ক্ষতি সাধিত হলেও কৃষি ক্ষেত্রে আসে সম্ভাবনার সোনালী স্বপ্ন। পাহাড়ি ঢলে বয়ে নিয়ে আসে প্রাকৃতিক উপায়ে গঠিত পলল মাটি যা কৃষি ক্ষেত্রে অভাবনীয় এক প্রাকৃতিক সম্পদ এ কৃষি মানবের প্রাণ সঞ্চারে হয় সহায়ক। নিম্নাঞ্চলে ক্ষুদ্র জলাশয়ে জমে থাকা পানিতে অনায়াসেই বসবাস করে মাছ যা ধরে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করায় ক্রেতারা মৎস্য ক্রয়ে পায় সুবিধা। অন্যদিকে বর্ষা মৌসুমে হিমালয় থেকে আসা পাহাড়ি ঢলে পুনরায় মৎস্যে পরিপূর্ণ হয় ঐ সকল জলাশয় এ সম্ভাবনা আমাদেরকে ক্রমান্বয়ে আনন্দে ভরপুর করে থাকে সকলের মন। আমদানী-রপ্তানি ব্যবসা ছাড়াও সকল ব্যবসায়ী এ উপজেলার জনগনের অর্থ যোগানের প্রধান উৎস্য। তবে এ উপজেলার এক বিশাল জনশক্তি বিশ্বের উন্নত দেশ সমূহে কর্মরত রয়েছে। এছাড়া বহু স্বনামধন্য চিকিৎসক, প্রকৌশলী ছাড়াও বহু লোক সরকারি বেসরকারি চাকুরীতে নিয়োজিত রয়েছে। সার্বিক অর্থে এটি একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর উপজেলা।

১.৩ উপজেলা ঐতিহ্যঃ

ক) ইয়ামেন হতে আগত প্রখ্যাত ইসলাম প্রচারক হযরত শাহজালাল (রঃ) এর ৩৬০ জন সাহাবীর অন্যতম হযরত শাহজালাল শাহ (র.) এর মাজার গোয়াইনঘাটের সিলেট।

গোয়াইনঘাট উপজেলার মানচিত্র

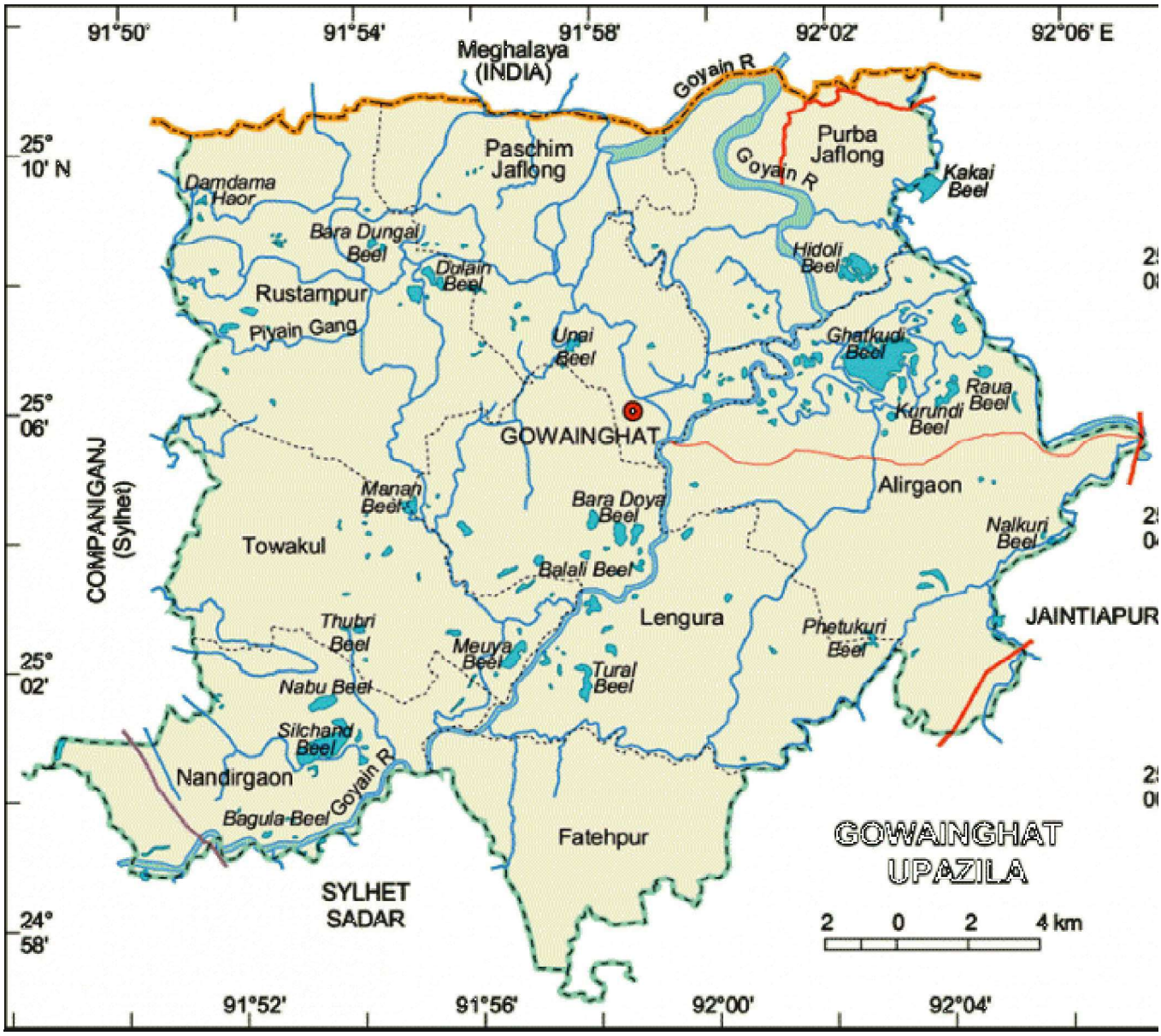

ক) আয়তন ও অবস্থান ঃ গোয়াইনঘাট উপজেলার আয়তন ৪৮৮.৯২ বর্গ কিঃ মিঃ। উত্তরে ভারতের মেঘালয়, পূর্বে জৈন্তাপুর উপজেলা, দক্ষিণে সদর উপজেলা এবং পশ্চিমে কোম্পনিগঞ্জ উপজেলা অবস্থিত। সিলেট জেলা শহর হতে সড়ক পথে গোয়াইনঘাট উপজেলার দুরত্ব ৫০ কি.মি.।

৩. পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই ঃ

গোয়াইনঘাট উপজেলা এই প্রথমবারের মতো উপজেলা গর্ভন্যান্স প্রকল্পের মাধ্যমে একটি পরিকল্পনা বই প্রণয়ন ও প্রকাশ করছে। পরিকল্পনা বইটি প্রণয়ন ও প্রকাশ করতে গিয়ে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে হয়েছে যার কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

ক) উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সেক্টরে তথ্যের ঘাটতি রয়েছে বিধায়, সংশ্লিষ্ট সেক্টরে বর্তমান তথ্যের উপর ভিত্তি করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা বেশ দুরূহ।

খ) এ ধরনের পরিকল্পনা প্রথম করতে গিয়ে এর কোন নির্দিষ্ট রূপরেখা না থাকায় সকলের মধ্যে সংশয় ও দ্বিধা পরিলক্ষিত হয়েছে।

গ) চাহিদার তুলনায় সম্পদের পরিমাণ কম থাকায় প্রকল্প বাছাইকরণ বেশ বেগ পেতে হয়েছে।

ঘ) পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন লোকের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এ কারণে পরিকল্পনা বই প্রণয়ন করতে সময় বেশি ব্যয় হয়েছে।

ঙ) সম্পদের সীমাবদ্ধতা।

চ) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রেরণা প্রদানের অপ্রতুলতা।

২. দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ তথ্য সম্ভার

১. ভূমিকা:

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি, প্রকৃতির লীলা নিকেতন, প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর, বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে পর্যটকদের পদভারে মুখরিত জাফলং, বিছনাকান্দি, রাতারগুল ও পান্তুমাই মায়াবতী ঝর্ণা সদৃশ্য পর্যটন নগরী নামে খ্যাত গোয়াইন নদীর তীরবর্তী ঐতিহাসিক ০৫ টি পরগণা নিয়ে "গোয়াইনঘাট" থানা গঠিত হয়। ব্রিটিশ কর্তৃক ভারত উপমহাদেশে দখলের দীর্ঘ ৯০ বছর পর ১৮৩৫ সনের ১৬ মার্চ "জৈন্তা রাজ্য" ব্রিটিশের অধিকারে আসে। জৈন্তা রাজ্যের পতনের পর ১৮৩৬ সালে গোয়াইনঘাট সিলেট জেলার কালেক্টরেটের অধীনে ন্যস্ত হয়। এলাকার শান্তি -শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ১৯০৮ সালে ব্রিটিশ সরকার গোয়াইনঘাট বাজারে গোয়াইনঘাট থানা স্থাপন করেন। তখন থানাকে পুলিশ স্টেশন বলা হতো। তারপর ক্রমান্বয়ে অন্যান্য প্রশাসনিক অফিস গড়ে উঠে।

১৯৮৩ সনের ১৪ মার্চ গোয়াইনঘাট থানা মান উন্নীত থানায় এবং ১৯৮৩ সনের ১৯ শে জুলাই উপজেলায় রুপান্তরিত হয়। হযরত শাহজালাল ও হযরত শাহরাণ (রঃ) এর পূণ্যভূমি সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলা নিম্নভূমি হওয়ায় বন্যা প্লাবন প্রবণ এলাকা। এখানকার মানুষ কেবল মাত্র এক ফসলি জমির উপর নির্ভরশীল। প্রায় প্রতি বছরই পাহাড়ী ঢলে বন্যায় কবলিত হয় এ উপজেলা । এখানকার যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এখনো কাঙ্খিত পর্যায়ে পৌঁছেনি। এক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যয়ও অধিক হয়। এ উপজেলায় কোন শিল্প কারখানা গড়ে উঠেনি। ফলে কৃষিই এখানকার মানুষের প্রধান অবলম্বন। তাই আগামী পাঁচ বছরে আমাদের যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি, কৃষকের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে আমাদের অগ্রাধিকার প্রকল্প প্রস্তুত করতে হবে।

থানা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটি প্রাতিষ্ঠানিক রুপ লাভ করে ১৯৮২ সালে মান উন্নীত থানা হিসাবে এবং পরবর্তীতে উপজেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। নভেম্বর ১৯৯১ সালে উপজেলা পরিষদের বিলুপ্তি ঘটে এবং তদস্থলে সরকার ১৯৯৩ সালে একটি নির্বাহী আদেশে থানা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি গঠন করেন। এই বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় সংসদে আইন দ্বারা বলবৎ হয়ে বর্তমান উপজেলা পরিষদ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে ২০০৯ সালের জানুয়ারী মাসে। উপজেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী পরিষদকে ১৭ টি উন্নয়ন মূলক কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ টি মন্ত্রণালয়ের ১৭ টি বিভাগের উপজেলা পর্যায়ের কর্মের তালিকা উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত ঘোষিত হয়েছে। পরিষদের সার্বিক কার্যক্রম নির্বাহের জন্য বার্ষিক থোক বরাদ্দ ছাড়াও উপজেলা পরিষদ আইনের ৪র্থ তফসিলে ৮ টি উৎস হতে কর, রেট, ফি ইত্যাদি আরোপ ও আদায়ের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা একটি কর্মকৌশল। জাতীয় সরকারের ন্যায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা থাকে। প্রতিষ্ঠানের পঞ্চবার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব সম্বলিত বিবরণী তাতে অন্তর্ভূক্ত থাকে। বিগত ২০-০৬-২০১০ খ্রি. তারিখে উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়াল বিধিমালা ২০১০ জারী করে সরকার প্রত্যেক পরিষদ শুরু হওয়ার অন্তত: ষাট দিন পর উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদন করার নির্দেশ প্রদান করেন। এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে এবং উপজেলার জনগণের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের অংশ হিসাবে উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা উপস্থাপন করছি।

বিগত বছর অর্থাৎ ২০১৪-২০১৯ আর্থিক বছরে আমরা ১। যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ২। কৃষি ও সেচ ৩। মৎস্য পশু সম্পদ উন্নয়ন ৪। শিক্ষা ৫। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ৬। ক্রীড়া উন্নয়ন ৭। সংস্কৃতির বিকাশ ও ৮। সমাজ কল্যাণ মূলক প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষুদ্র পরিসরে কিছুটা কাজ করার প্রয়াস পেয়েছি। কিন্তু উপরোক্ত ক্ষেত্রেও যে ১৭ টি কাজের দায়িত্ব উপজেলা পরিষদে ন্যস্ত আছে। সেই গুলিতেও উপজেলা পরিষদের অবগতির বাইরে আলাদাভাবে কাজ করে চলছে। সেবা ও উন্নয়ন মূলক কাজে আমাদের সম্পুর্ণ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রাপ্ত থোক বরাদ্দের উপর নির্ভর করতে হয়। কেননা আমাদের উপজেলার রাজস্ব আয় অত্যন্ত সীমিত। কেবল মাত্র বাড়ী ভাড়া, হাট বাজার ইজারালব্ধ অর্থের ৪১% এবং পাথর মহাল ও বালু মহালের উপর উপজেলা ট্যাক্স ইজারার উপর আমদের রাজস্ব আয় নির্ভরশীল এবং এই রাজস্ব আয়ের প্রায় সম্পুর্ণই দায়মুক্ত ব্যয় নির্বাহ করতে খরচ হয়ে যায়।

২.উপজেলার সাধারণ তথ্য ঃ

এক নজরে গোয়াইনঘাট

ক) সাধারণ তথ্যাবলী ঃ

পঠভূমি ঃ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি, প্রকৃতির লীলা নিকেতন, প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর, বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে গোয়াইন নদীর তীরবর্তী কথিত ০৫টি পরগনা (ধরগ্রাম, আড়াইখা, পিয়াইনগুল, পাঁচভাগ ও জাফলং) নিয়ে "গোয়াইনঘাট" উপজেলা গঠিত। ব্রিটিশ কর্তৃক ভারত উপমহাদেশ দখলের দীর্ঘ ৯০ বছর পর ১৮৩৫ সনের ১৬ মার্চ "জৈন্তারাজ্য" ব্রিটিশের অধিকারে আসে। জৈন্তা রাজ্যের পতনের পর ১৮৩৬ সালে গোয়াইনঘাট সিলেট জেলা কালেক্টরেটের অধীনে ন্যস্ত হয়। এলাকার শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্য ১৯০৮ সালে ব্রিটিশ সরকার গোয়াইনঘাট বাজারে "গোয়াইনঘাট থানা" স্থাপন করেন। তারপর ক্রমান্বয়ে অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম চালু হয়। ১৯৮৩ সনের ১৫এপ্রিল গোয়াইনঘাট থানা মান উন্নীত থানায় এবং ১৯৮৩ সনের ১৯ শে জুলাই উপজেলায় রূপান্তরিত হয়।

নামকরন ঃ জনশ্রুতি আছে যে, গোয়াইনঘাট বাজারের পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহমান গোয়াইন নদীর তীরে গোয়াইন মৌজা অবস্থিত। জনসাধারণ নদী পারাপারের জন্য বাজার সংলগ্ন গোয়াইন নদীতে ০১টি ঘাট তৈরী করে। আর সম্ভবত "গোয়াইন "শব্দের সাথে "ঘাট" যোগ করে "গোয়াইনঘাট"নামকরন করা হয়েছে।

খ) গোয়াইনঘাট উপজেলার প্রশাসনিক তথ্যাবলী ঃ

০১। আয়তন ঃ ৪৮২.৭১ বর্গ কিলোমিটার।
০২। থানার সৃষ্টি ঃ ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ।

০৩। মান উন্নীত থানা ঃ ১৫-০৪-১৯৮৩।
০৪। উপজেলার সৃষ্টি ঃ ১৯-০৭ -১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ।
০৫। সীমা/চৌহদ্দি ঃ পূর্বে ঃ জৈন্তাপুর উপজেলা, পশ্চিমে ঃ কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা, উত্তরে ঃ ভারতের,
মেঘালয় রাজ্য (খাসিয়া জৈন্তিয়া পাহাড়), দক্ষিনে ঃ সিলেট সদর উপজেলা।
০৬। লোক সংখ্যা ঃ ২,৯৮,৪৫১ জন(বিবিএস-২০১১)
ক) পুরুষ ঃ ১৪৩৮৭৭ জন।
খ) মহিলা ঃ ১৪৩৬৩৫ জন।
০৭। ভোটার সংখ্যা ঃ ১,৭৯,১২২ জন।
ক) পুরুষ ঃ ৯১,৪১৯ জন।
খ) মহিলা ঃ ৮৭,৭০৩ জন।
০৮। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ঃ ৩.২৮
০৯। শিক্ষার হার ঃ ৩২.৯০% ।
১০। ক্ষুদ্র ও নৃ-গোষ্ঠী ঃ খাসিয়া, মনিপুরী, পাত্র।
১১। জনসংখ্যার ঘনত্ব ঃ ৫৯৮ (প্রতি ব.কি.মিটারে)।
১২। প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ ক) সরকারী ঃ ১৩৬ টি।
ঃ খ) বেসরকারী ঃ ২০ টি।
ঃ গ) ব্র্যাক স্কুল ঃ ৭৪ টি।
ঃ ঘ) আনন্দ স্কুল ঃ ১৩০ টি।
১৩। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ ক) সরকারী ঃ ০১।
ঃ খ) বেসরকারী ঃ ৩১ টি।
ঃ গ) বালিকা বিদ্যালয় ঃ ০১টি ।
ঃ ঘ) কলেজিয়েট স্কুল ঃ ০২টি
ঃ ঙ) নিম্ন মাধ্যমিক ঃ ০৫টি ।
১৪। কলেজ ঃ ক) ডিগ্রী ঃ ০২টি।
ঃ খ) উচ্চ মাধ্যমিক ঃ ০৪টি।
১৫। মাদরাসা ঃ ক) কওমী ঃ ৫২টি।
ঃ খ) দাখিল ঃ ০৬টি।
ঃ গ) আলীম ঃ ০৩টি।
ঃ ঘ) ইবতেদায়ী ঃ ১০টি।
১৬। ক) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (হাসপাতাল) ঃ ০১টি।
খ) স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র ঃ ০১টি।
গ) কমিউনিটি ক্লিনিক ঃ ২৫টি (চালু ২০টি)।
ঘ) পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ঃ ০৭টি।
ঙ) উপজেলা প্রাণী হাসপাতাল ঃ ০১টি।
চ) মোট নলকূপ ঃ ৯৬২৯ টি।
ছ) নলকুপ (গভীর) ঃ ৩১০ টি।
জ) নলকুপ (অগভীর) ঃ ৯৩১৯ টি।
ঝ) আর্সেনিক আক্রান্ত টিউবওয়েল ঃ ১২.৩০%।
ঞ) স্যানিটেশন কভারেজ ঃ ৬১ %।
১৭। জেলা সদর থেকে দূরত্ব (ভায়া সারীঘাট) ঃ ৫৬ কিলোমিটার।

জেলা সদর থেকে দূরত্ব (ভায়া সালুটিকর)	ঃ ৩৬ কিলোমিটার।
পাকা রাস্তা	ঃ ১৪১.৯১ কি.মি।
কাঁচা রাস্তা	ঃ ৫২৫.৪৮ কি.মি।
মোট রাস্তা	ঃ ৬৬৭.৩৯ কি. মি.।
১৮। ক) উপজেলা ভূমি অফিস	ঃ ০১ টি।
খ) ইউনিয়ন ভূমি অফিস	ঃ ০৫ টি।
গ) মোট আবাদী জমি	ঃ ২৪,৩০০ হেক্টর।
ঘ) মোট অনাবাদী জমি	ঃ ৩,০২৬ হেক্টর।
ঙ) মোট চাষযোগ্য জমি	ঃ ২৭,৩২৬ হেক্টর।
চ) মোট অকৃষি খাস জমির পরিমান	ঃ ১৭০১৯.২৫ হেক্টর।
ছ) মোট কৃষি খাস জমির পরিমান	ঃ ১৯৩৪৭.৫৬ হেক্টর।
জ) বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাস জমির পরিমান	ঃ ৮৩৮০.২৫৫ হেক্টর।
ঝ) বন্দোবস্ত যোগ্য কৃষি খাস জমির পরিমান	ঃ ৬২৩৯.১৮৫হেক্টর।
ঞ) মোট চা বাগান	ঃ ০৩ টি (জাফলং, গুলনী ও ফতেপুর)।
ত) পাথর কোয়ারী	ঃ ০২ টি (জাফলং, বিছনাকান্দি)।
থ) বালু মহাল	ঃ ০১ টি।
দ) ঘাসানি মহাল	ঃ ০২ টি।
ধ) ২০ একরের উর্ধ্বে জলমহাল	ঃ ৩৫ টি।
ন) ২০ একরের নিচে জলমহাল	ঃ ১২০ টি।
ট) মহাল সামিল জলকর	ঃ ৫২ টি।
ঠ) হাট-বাজার	ঃ ৩৫ টি।
১৯। ক) মৌজা	ঃ ২৩১ টি।
খ) গ্রাম	ঃ ২৬৬ টি।
গ) পৌরসভা	ঃ নাই।
ঘ) ইউনিয়ন	ঃ ০৯ টি
ঙ) ইউ ডি সি	ঃ ০৯ টি।
চ) উপজেলা ডিজিটাল সেন্টার	ঃ ০১ টি।

২০। দর্শনীয় স্থান ঃ ক) জাফলং খ) রাতারগোল গ) বিছনাকান্দি ঘ) পান্তুমাই ঙ) মায়াবী ঝর্না চ) মায়াবন।

ঙ) অন্যান্য ঃ

০১। রেষ্ট হাউজ (জেলা পরিষদ)	ঃ ০৩টি।
০২। রেষ্ট হাউজ (সিএন্ড বি)	ঃ ০১টি।
০৩। রেষ্ট হাউজ (বিজিবি)	ঃ ০১টি।
০৪। রেষ্ট হাউেজ (বন বিভাগ)	ঃ ০১টি।
০৫। থানা	ঃ ০১টি।
০৬। পুলিশ ফাঁড়ী	ঃ ০২টি।
০৭। বিজিবি, বিওপি	ঃ ০৫টি
০৮। প্রধান নদী	ঃ ০২টি (গোয়াইন, পিয়াইন)।
০৯। মসজিদ	ঃ ৫৭৫ টি।
১০। মন্দির	ঃ ৪৭টি।
১১। গীর্জা	ঃ ০৭টি।

১২। সমবায় সমিতি (সমবায় বিভাগ) ঃ ১৪৮টি।
১৩। সমবায় সমিতি(বিআরডিবি) ঃ ১০৬টি।
১৪। নিবন্ধিত ক্লাব ঃ ৮৪ টি।
১৫। ব্যাংকের শাখা ঃ ০৭টি।
১৬। কর্মরত এনজিওর সংখ্যা ঃ ০৮টি।
১৭। খনিজ সম্পদ ঃ পাথর,বালু।
১৮। অর্থকরী ফসল ঃ ধান, সরিষা, তেজপাতা, চা-পান, সুপারি।
১৯। বিটিসিএল ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ ঃ ০১টি।
২০। স্থল শুল্ক স্টেশন ঃ ০১টি (তামাবিল)।
২১। অর্থনৈতিক জোন ঃ ০১টি (তামাবিল)।
২২। পোস্ট অফিস ঃ ০৭ টি।

২৭) সমস্যা ও সম্ভাবনা ঃ

১. সমস্যা ঃ গোয়াইনঘাট বন্যা প্রবন এলাকা। শিক্ষার হার আশাব্যঞ্জক নয়। কর্মবিমুখতা ও বেকারত্ব অন্যতম প্রধান

সমস্যা। জেলা সদরের সাথে ও আন্তঃ ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক সমূহ বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার অনুপযোগী।

২. সম্ভাবনা ঃ উপজেলার জাফলং ও বিছনাকান্দি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি এ উপজেলায়

রয়েছে চা বাগান। জাফলং ও বিছনাকান্দি পাথর কোয়ারী, চা বাগান, রাতারগুল সোয়াম ফরেস্ট ও

পান্তুমাই ঝর্ণাকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্পের বিকাশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

তথ্য সূত্র ঃ উপজেলা পরিষদ, গোয়াইনঘাট।

২. বিভাগ খাত ভিত্তিক তথ্যসম্ভার

হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের সাধারণ তথ্য ঃ
উপজেলার অবকাঠামো বিষয়ক তথ্যাদি (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-এলজিইডি)

বাংলাদেশের সামগ্রিক জন সংখ্যার সিংহ ভাগ অংশই গ্রামে বসবাস করে। বৃহত্তর এই জনগোষ্ঠির আর্থ সামাজিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর নিবেদিত ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গ্রামীণ উন্নয়নের রূপকার হিসাবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অবদান অনেক বেশী। ইহা ছাড়া সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর নিরলস ভাবে কাজ করছে।

উপজেলার অবকাঠামো বিষয়ক তথ্যাদি

তথ্যাদি	রাস্তা সংখ্যা	রাস্তার মোট দের্ঘ্য	পাকা কি. মি.	ঐইই কি. মি.	কাঁচা কি. মি.	কালভার্ট/ ব্রীজ	মন্তব্য
উপজেলার রাস্তা	২১৯	২৯৫.৩৩	১৪০.৮৭	১৪.৮৩	১২০.২০	৩৬৮	
উপজেলার পাকা রাস্তা	৪	২৪.৫০	২১.৮১		২.৬৯	২৯	

ইউনিয়ন পাকা রাস্তা	৯	৪৬.০১	৩২.৩৯	১০.৮৩	১১.১৩	৭৯	
অন্যান্য	১৭০	১৫৪.৬১	৫৬.২২	৪.৬৯	৮০.৭০	১৬২	
মোট	৪০২	৫২০.৪৫	২৫১.২৯	২১.৩৫	২১৪.৭২	৬৩৮	

উপজেলার ২০১৯-২০২০ সালের এলজিইডি বিভাগের কর্মকান্ড

কর্মকান্ড	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	বাজেট (টাকা)	বাজেটের টাকার উৎস
এডিপি প্রকল্প (পিআইসি)	১	১	১০০০০০.০০	এডিপি
এডিপি (প্রকল্প টেন্ডার)	৬	৬	১১১৭০০০.০০	এডিপি
স্কুল নির্মাণ প্রকল্প (পিইডিপি-৩)	১	১	২৭১৫৪৫৬.০০	জিওবি
স্কুল (বড় ধরনের মেরামত প্রকল্প)				
স্কুল- (ঘববফ ইধংবফ)				

তথ্য সূত্র ঃ এলজিইডি বিভাগ, ২০১৯।

০৪. স্বাস্থ্য বিভাগ

সবার জন্য স্বাস্থ্য এই মন্ত্রে উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ গোয়াইনঘাট উপজেলার ০৫ টি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকে। এ অঞ্চলের ডায়রিয়া ও পানি বাহিত রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সহকারী দ্বারা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। তাছাড়া শিশুদের মারাত্নক ৬ টি রোগ প্রতিরোধের জন্য ইপিআই কার্যক্রম প্রতি ইউনিয়নের প্রতি ওয়ার্ডে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তাছাড়া মাঠ পর্যায়ে কালাজ্বর রোগী, জটিল রোগী সনাক্তকরণ ও রেফারাল কার্যক্রমে মাঠ কর্মীরা সহায়তা করে থাকে।

উপজেলা স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য

হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্র	কেন্দ্রের নাম	ডাক্তারের পদ সংখ্যা	বর্তমান ডাক্তারের সংখ্যা	স্বাস্থ্য সহকারীর পদ সংখ্যা	বর্তমান স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা	স্বাস্থ্য কর্মীর পদ সংখ্যা	বর্তমানে স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা
উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র	০১	০৯	(০৭+১০)	৩০	২৯	--	--
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র	০২	০২	০২	-	-	-	-
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সংখ্যা	০২	০২	০২	-	-	-	-
কমিউনিটি ক্লিনিক	১৬	-	-	-	১৬	১৬	১৬

বর্তমান চিত্র	বার্ষিক মোট সংখ্যা/হার	সেবার ধরণ	মন্তব্য
জরুরী বিভাগে স্বাস্থ্য সেবা/২০১৪	৫৮৯৮ জন	-	
বহি বিভাগে স্বাস্থ্য সেবা/২০১৪	৫৮০৪৯ জন	-	-
অন্ত বিভাগে স্বাস্থ্য সেবা/২০১৪	৪০৯১ জন	-	-
আবাসিক ডাক্তার সংখ্যা	০১ জন	-	-
গর্ভবতীর পরিচর্যা	১৭৮ জন	-	-
মাতৃ মৃত্যুর হার	০২ জন (০%)	স্বাস্থ্য কর্মী	-
নবজাতকের পরিচর্যা	৫১১৩ (১০০%)	-	-
শিশু মৃত্যুর হার	৬৫ জন (১%)	স্বাস্থ্য কর্মী	
জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপকরণ বিতরণ	৫০০	-	-
টীকা দান কর্মসূচী	৫০০০ জন (৯৮%)	ওয়ার্ড ভিত্তিক অস্থায়ী কেন্দ্র স্বাস্থ্য কর্মী	

উপজেলার ২০১৯-২০ সালের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকান্ড

কর্মকান্ড	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	বাজেট (টাকা)	বাজেটের উৎস
ই.পি.আই	৫,০২০ জন	৯৫%	১,১৬,০০০/-	সরকারী

ভিটামিন এ প্লাস	৩০,৬০০ জন	৯৪%	৩০,২৭৩/-	সরকারী

তথ্য সূত্র ঃ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, ২০১৯।

৫. পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ

গোয়াইনঘাট উপজেলার পল্লী অঞ্চলের বসবাসকারী বিশাল জনগোষ্ঠীর পরিকল্পতিত পরিবার গঠন, মাতৃস্বাস্থ্যে উন্নয়ন, শিশুমৃত্যু রোধ ও বাল্য বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে সরকার কর্তৃক পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে জনগনের মধ্যে ব্যাপক সচেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে জনসংখ্যা পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেলেও চরাঞ্চলের দরিদ্র জনগনের মধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার এখনও বেশী। এ অঞ্চলের জন্য সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান ও পরিবেশের উপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এক দিকে যেমন জমির পরিমান কমে যাচ্ছে অন্যদিকে গাছ পালা কেটে তৈরী করা হচ্ছে নতুন নতুন বসতবাড়ী ও কলকারখানা। এভাবে চলতে থাকলে পরিবেশের ভারসাম্য মারাত্তককভাবে নষ্ট হবে। এ প্রেক্ষাপটে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস করতে না পারলে বিরাট একটি জনগোষ্ঠী খাদ্য ও অন্যান্য চাহিদা মোটানো কঠিন হয়ে পড়বে।

এক নজরে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের তথ্য

ক্রঃ নং	বিবরণ	তথ্য
০১	ইউনিয়নের সংখ্যা	০৯ টি।
০২	ইউনিট সংখ্যা	৫০ টি।
০৩	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সংখ্যা	০৭ টি।
	ক) নির্মিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সংখ্যা	০৫ টি
	খ) অনির্মিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সংখ্যা	--
০৪	কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা	২২ টি।
	ক) নির্মিত	২০ টি।
	খ) অনির্মিত	০২
০৫	উপজেলা মোট সক্ষম দম্পতি	২৮৮৬৫
০৬	সর্বমোট পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা	২১২৮৩
০৭	পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার	৭৩.৭৩%
০৮	মোট স্যাটেলাইট ক্লিনিকের সংখ্যা	---
০৯	কর্মরত এন.জি.ও-এর নাম	--
১১	সিএসবিএ (কমিউনিটি স্কিলড বার্থ এ্যাটেনডেন্স) সংখ্যা	২০ জন।

উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর গোয়াইনঘাটর ০৯ টি ইউনিয়নের পরিকল্পিত পরিবার গঠন, মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং বাল্যবিবাহ বন্ধের বিষয়ে কাজ করে যাচেছ। এখানে গত জুলাই-১৯ হতে ডিসেম্বর-২০ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি তথ্য প্রদত্ত হল।

উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকান্ড

কর্মকান্ড	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	বাজেট (টাকা)	বাজেটের টাকার উৎস
স্থায়ী পদ্ধতি (পুরুষ)	১৬৮	৪১	৫,২৭,৫২০/-	রাজস্ব +উন্নয়ন
স্থায়ী পদ্ধতি (নারী)	১৪৪	২০	৪,৫২,১৬০/-	ঐ
ইমপ্ল্যান্ট	৩৩৬	১১১	২,০১,৬০০/-	ঐ
আই.ইউ.ডি	৩৬৮	৭৬	২,০২,৪০০/-	ঐ
ইনজেকশন	৪৬৯২	৪৮৩২	-	-
কনডম	২১০০	১৬৮৪	-	-
খাবার বড়ি	১২৩১৯	৯৫৭৮	-	-

পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য ঃবছর- ২০১৯-২০২০

মাস	মোট সক্ষম দম্পতি	নতুন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর সংখ্যা						মোট ব্যবহারকারী হার	ব্যবহারকারীর হার
		খাবার বড়ি	কনডম	ইনজেকশন	কপারটি	স্থায়ী পদ্ধতি			
						পুরুষ	মহিলা		
জুলাই/১৯	২৮৬৬৮	১৬৫	৩৬	৭৬	০৮	১১	০২	২১০৪১	৭৩.৩৯%

আগষ্ট/১৯	২৮৭২১	১৮১	৫১	১০১	১১	০৫	০৭	২১১৯০	৭৩.৫০%
সেপ্টে/১৯	২৮৭৪৪	১৬২	৫০	১০৪	১৫	০৪	০৪	২১১৩০	৭৩.৫১%
অক্টো/১৯	২৮৭৮৩	১৮৮	৪৫	৮৮	১১	১০	০১	২১১৫১	৭৩.৪৮%
নভে/১৯	২৮৮৪৯	২১৩	৭৮	১২২	১৭	০৭	০৫	২১২৬২	৭৩.৭০%
ডিসেম্বর/১৯	২৮৮৬৫	১৬৬	৫০	৯৮	১৪	০৪	০১	২১২৮৩	৭৩.৭৩%

তথ্য সূত্র ঃ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, ২০১৯।

৬. মৎস্য বিভাগ

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মৎস্য সম্পদের মোট উৎপাদন বৃদ্বির মাধ্যমে জনগণের পুষ্টি চাহিদা মিটানো। উপজেলায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৎস্যচাষীদের মাঝে ঋণ বিতরণ, পুকুর পরিদর্শন পূর্বক সংস্কারের জন্য পরামর্শ প্রদান, গুনগত ও মানসম্মত পোনা উৎপাদনের জন্য হ্যাচারী ও নার্সারী পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান, মৎস্য আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হাট-বাজার, পরিবেশ উপযোগী মৎস্য আগত, হ্যাচারী ও নার্সারী উন্নয়ন ও পরামর্শ প্রদানসহ উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তিকরনের মাধ্যমে মৎস্যজীবিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম নিয়মিত বাস্তবায়িত হচ্ছে। আয়বর্ধনকারী মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে ব্যবস্থা গ্রহণ ও বৈজ্ঞানিক পদ্বতিতে মৎস্য চাষে উৎসায়িত করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান; এ ছাড়া প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র সনাক্তকরণ ও সংরক্ষণ, মাছের উন্নত পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, মাছের রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য সহায়তা প্রদান এবং প্লাবন ভূমিতে অবকাঠামো তৈরীর মাধ্যমে মৌসুমী মাছ চাষের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রাকৃতিক জলাভূমিতে মাছের নিরাপত্তা প্রদান এ সেক্টর উন্নয়নের মূল লক্ষ্য।

উপজেলার জলমহল ও মৎস্য বিষয়ক তথ্যাদি

তথ্যাদি	সংখ্যা	আয়তন/পরিমাণ	চাষের ধরন	মাছের ধরন	মন্তব্য
মোট পুকুর	১৬৩২টি	৪৯৩.৫হেঃ	মিশ্রচাষ	কার্প ও কেটফিস	
খাস পুকুর	১২টি	২৪.৩হেঃ	,,	,,	
সরকারী জলমহাল	১৩টি	১৬৫.০হেঃ	প্রাকৃতিক	দেশীয় ও রুই জাতীয়	
বাৎসরিক মাছের চাহিদা	৫০২৭.৩৬মেঃটন	-	-	-	-
হ্যাচারী					
মৎস্যজীবি	১৪১০জন	-	-	-	-
অন্যান্য	নদী,খাল ও প্লার্বনভূমি	২৪৮২.৭৬	প্রাকৃতিক	দেশীয় কার্প ও কেটফিস	

সারণি- ০২ঃ উপজেলা মৎস্য সম্পদের বর্তমান অবস্থা ঃ

তথ্য	সংখ্যা	মন্তব্য
ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুর	২৫২০	
খাস পুকুর	১৫	
সরকারি জলমহাল	৩৫	--
বাৎসরিক মাছের চাহিদা	৫০২৭.৩৬ মেঃ টন	
গড় মৎস্য উৎপাদন	৫০০২.৪ মেঃ টন	
মৎস্য ঘাটতি		
মৎস্যজীবী	২০১০ জন	
মৎস্য নার্সারী	১০০	

তথ্য সূত্র ঃ উপজেলা মৎস বিভাগ, ২০১৯।

উপজেলার ২০১৯-২০২০ সালের মৎস্য বিভাগের কর্মকান্ড

কর্মকান্ড	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	বাজেট (টাকা)	বাজেটের টাকার উৎস
পোনা মাছ অবমুক্তকরণ		২০৭২ কেজি	৫০০০০০/-	রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্প
মৎস্যচাষী/মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণ	৩০০জন		২৩০০০০/-	ঐ
বিল নার্সারী	১০টি			
মরানদী/খাল/বরোপিট/পুকুর পুনঃখনন	কাইক্কাডাংগি বিল			

ক্রঃনং	কাজের বিবরন	কাজের মোট ব্যয়(লক্ষ টাকা)	উকারভোগীদের সংখ্যা (জন)	পরিমান

১	কার্প মিশ্রচাষ প্রদর্শনী			
২	ধানক্ষেতে মাছ চাষ			
৩	কার্প নার্সারী			
৪	গলদা চাষ			
৫	মৎস্যজীবী প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর	০.৮০০	২০০ জন	১০ টি
৬	লীফ প্রশিক্ষণ			
৭	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সভা	০.৪০		৮ টি
৮	মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য (পোনা অবমুক্তি)	৫.০০	৩০০০ জন	৫ টি

৭. উপজেলা সমাজকল্যাণ বিভাগ

ভূমিকা ঃ জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে ১৯৭৩ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী (১৯৭৩-১৯৭৭) পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তিনি বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়র তথা গ্রামীণ প্রান্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক মুক্তির উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। গ্রামীণ দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ব অবহেলিত সমাজসেবা কার্যক্রমকে স্বাধীন দেশের উপযোগী, গতিশীল এবং প্রাণবন্ত করে তোলেন। তারই ধারাবাহিকতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতরের শহর কেন্দ্রিক কর্মকান্ডকে গ্রামীণ এলাকায় সম্প্রসারণ করার মর্মে ১৯৭৪ সালে প্রবর্তন করেন পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম(আর,এস,এস)। যা একটি গুরুত্বপূর্ণ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসুচী। এরই ধারাবাহিকতায় পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম (আর,এম,সি) পরবর্তীকালে আর,এস,এস কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়। তাছাড়া এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ ঋণ কর্মসূচি অর্থাৎ এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমেপরিচালনা করা হচ্ছে। এই সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশের প্রাক্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে সূচনা করে এক নতুন ও বর্ণিত ইতিহাস। বাংলাদেশের হতদরিদ্র সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে প্রবর্তিত এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত এ সকল সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি পরবর্তীতে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে দ্রুত প্রসার লাভ করে। দেশে-বিদেশে বাংলাদেশকে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের পাদ পীঠ হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি প্রদান করে। আর্থ সামাজিক জরিপের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় বসবাসরত দারিদ্র সীমার নিচের জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত ও সংগঠিত করে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে বিভিন্ন আয় বর্ধক কাজে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কার্যক্রমে গ্রামের ভূমিহীন, বিত্তহীন, বেকার ও জনগোষ্ঠীকে একটি সমন্বিত প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে দৃঢ় প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

তাছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীর আওতায় সমাজসেবা বিভাগের মাধ্যমে বয়স্ক ভাতা, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা, হিজড়া সম্প্রদায়ের বিশেষ ভাতা/বয়স্ক ভাতা ও দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায়ের বিশেষ ভাতা/বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি, হিজড়া সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি, দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। নিবন্ধীত বেসরকারী এতিম খানার এতিম নিবাসীদের কেপিটেশান গ্রান্ট ও নিবন্ধিত বেসরকারী সেচ্ছাসেবী সংগঠনকে এককালিক অনুদান সমাজসেবা বিভাগের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। তাছাড়া হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে হতদরিদ্র সুবিধা বঞ্চিত গরিব রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়

এক নজরে উপজেলা সমাজসেবা বিভাগের তথ্যাদি

ক্র. নং	তথ্যাদি/বিবরণ	উপকারভোগীর সংখ্যা
১	২	৩
•	বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম	৯০৬৯ জন
•	বিধবা ভাতা কার্যক্রম	৪৫০৬ জন
•	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম	৬৩৮ জন
•	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম	৩২০ জন
•	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপ-বৃত্তি কার্যক্রম	প্রাথমিক স্তর-১০০ জন মাধ্যমিক স্তর-৮০ জন

• নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা	উচ্চ মাধ্যমিক স্তর-৪০ জন উচ্চতর স্তর- ০২ সক্রিয়- ৩০টি নিষ্ক্রিয়-২০টি
• দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায়ের বিশেষ ভাতা/বয়স্ক ভাতা	১০০ জন
• হিজড়া সম্প্রদায়ের বিশেষ ভাতা/বয়স্ক ভাতা	৪৮ জন
• দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপ-বৃত্তি কার্যক্রম	প্রাথমিক স্তর-৭৬ জন মাধ্যমিক স্তর-৬৮ জন উচ্চ মাধ্যমিক স্তর-২১ জন উচ্চতর স্তর- ০১
• গ্র্যান্ট ক্যাপিটেশন প্রাপ্ত এতিম খানা	০০টি
• উপজেলা রোগী কল্যাণ সমিতি	০১টি

৮. উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

পটভূমিঃ

প্রশিক্ষিতি যুবশক্তি , উন্নয়নের দৃঢ় ভিত্তি। যুব সম্প্রদায় একটি দেশের চালিকা শক্তি। জন মানুষের নিত্য স্বাভাবিক প্রত্যাশা, অফুরন্ত প্রাণশক্তির উৎস্য এ যুবরাই দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হয়ে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ রচনা করবে। কেননা তারাই যুগপৎভাবে জাতির বর্তমান ও ভবিষৎত। বাংলাদেশে মোট জনগোষ্ঠীর একটি অসাধারন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, বসবাসরত জনসমাজের এক-তৃতীয়াংশই যুবগোষ্ঠী এবং প্রবীণদের তুলনায় তাদের ব্যাপক প্রাণবন্ত উপস্থিতি ও পদচারণা দেশের সর্বত্রই মুখরিত, যা পশ্চিমা বিশ্বসহ প্রাচ্যের অনেক দেশেই এটি একটি বিরল ঘটনা। অন্যদিকে অদম্য ও অশেষ শক্তির আধার এ যুব সমাজ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এ পর্যন্ত জাতির প্রতিটি ক্রান্তিকাল-আন্দোলন ও বাঁকে যে মহিমান্বিত ভূমিকা পালন করেছেন তা চিরভাস্কর ও অনুপ্রেরণার এক অনবদ্য উৎস্য।

আর এ আত্নপ্রত্যয়ী যুবগোষ্ঠীকে সু সংগঠিত ও সুসংহত করে রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক বৃহত্তর উন্নয়নের স্বার্থে উৎপাদনশীল শক্তিতে সক্রিয় ও সার্থকভাবে রুপান্তরিত করাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহজাত ও সাংবিধানিক প্রত্যয় ও নিরন্তর প্রয়াস। আর এ অব্যাহত প্রচেষ্টার বাস্তব পরিস্ফুটন ও প্রতিফলন হলো ১৯৭৮ সালে যুব মন্ত্রণালয়ের অভ্যুদয়। পরবর্তীতে তাকে আরো জননন্দিত করার লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হিসেবে পুনঃ নামকরণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে যুব কার্যক্রমের ব্যাপক প্রসারকল্পে ১৯৮১ সালে সৃষ্টি হয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি যুব সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহনের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। খেলাধুলা ও সংস্কৃতি সুশৃংখল মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্তপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনার অঁঙ্গ। সুতরাং আমাদের এই মূল্যবোধকে ধারন করে বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়ন সাধন প্রয়োজন। জনগনের অংশগ্রহন নিশ্চিত করণের মাধ্যমে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে উপজেলা যুব উন্নয়ন বিভাগ বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

একনজরে গোয়াইনঘাট উপজেলায় যুব উন্নয়ন বিভাগের তথ্যাদিঃ

০১।	মোট অ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ গ্রহনকারীর সংখ্যা	১০০২৩জন
০২।	মোট আত্নকর্মীর সংখ্যা	২৫৯৫জন
০৩।	আত্নকর্মী যুবদের মাসিক গড় আয়	=৩,০০০/ – ৫০,০০০/
০৪।	মোট প্রাপ্ত যুব ঋণ তহবিলের পরিমাণ	=৩,১০,৩৪,২৬৫/
০৫।	মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	=৯,৮৯,৪৪,০০০/
০৬।	মোট ঋণ গ্রহনকারীর সংখ্যা	১০০৬৮জন
০৭।	ঋণ আদায়ের গড় হার	৯৫%
০৮।	তালিকাভূক্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	২০টি
০৯।	যুব কল্যান তহবিল হতে অনুদানপ্রাপ্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১১টি

১০।	যুব সংগঠনকে কম্পিউটার প্রদান	০৫টি
১১।	নেটওয়ার্কিং প্রকল্পে প্রশিক্ষণ	১০০০জন
১২।	মোট জনবল	০৫জন

৯. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা

একটি জাতির উন্নতির চাবিকাঠি হল শিক্ষা। মেধা ও মননে আধুনিক এবং চিন্তা চেতনায় অগ্রসর একটি জাতিই একটি দেশকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। তাই শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। বাংলাদেশ শিক্ষা নীতির মুল উদ্দেশ্য হল ধর্ম, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা, ভাষা, গণিত, ইতিহাস, তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষার প্রসার এই লক্ষ্যে শিক্ষা জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ একই সঙ্গে নৈতিক মুল্যবোধ সম্পন্ন, জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দায়বদ্ধ এবং দেশ প্রেমে উদ্বৃদ্ধ নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলা।

তথ্য সূত্র ঃ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ, ২০১৯

উপজেলার ২০১৯ সালের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের/মাদ্রাসার জে.এস.সি/জে.ডি.সি সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল

ক্রঃ নং	মোট পরীক্ষার্থী	A+	A	A-	অন্যান্য	মোট কৃতকার্য	মোট অকৃতকার্য
১	৩৫০০	২৩	৫০০	২০০০	৯০২	৩৪২৫	৭৫

তথ্য সূত্র ঃ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ, ২০১৯।

২০১৯ সালের জেডিসি পরীক্ষার ফলাফল

ক্রঃ নং	মোট পরীক্ষার্থী	A+	A	A-	অন্যান্য	মোট কৃতকার্য	মোট অকৃতকার্য
১	২৪০০	৩০	৬০০	১২০০	৫০০	২৩৩০	৭০

উপজেলার ২০১৯ সালের বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের/মাদ্রাসার উচ্চমাধ্যমিক/আলিম সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল

ক্রঃ নং	মোট পরীক্ষার্থী	এ(+)	এ	এ(-)	অন্যান্য	মোট কৃতকার্য	মোট অকৃতকার্য
১	১৯০০	১৫	৩৩০	৭৫০	৮০০	১৮৯৫	০৫

১০. উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা

একটি দেশের উন্নতি, অগ্রগতি এবং আর্থ- সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য শিক্ষা একটি মৌলিক উপকরণ। একটি উন্নত, দক্ষ ও সচেতন জাতি গঠনে যে সুশিক্ষিত ও সুনাগরিক তৈরী করা সরকার তার মূলভিত্তি হচ্ছে মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা। সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলা শিক্ষা অফিস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত নানা রকম উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের যথাযথ বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কর্মকর্তাগণ নিবিড়ভাবে পরিদর্শন কাজ সম্পন্ন করে শিক্ষকদের সকল প্রকার কাজ যথাযথভাবে তদারকি করে আসছে। ১৯৯৩ সাল থেকে চালুকৃত উপবৃত্তি কর্মসূচী , শিক্ষক নিয়োগ, বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ,ইউনিসেপকর্তৃক প্রকাশিত সম্পুরক গঠন সামগ্রী যথাসময়ে প্রতিটি বিদ্যালয়ে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছে। নিরাপদ অবকাঠামো নির্মাণ, প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন:নির্মাণ, সংস্কার প্রকল্প, বেসরকারি বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।কার্যকর এসএমসি গঠন, প্রধান শিক্ষকগণকে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, সকল শিক্ষককে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান কর্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়েছে। এছাড়া ও গোয়াইনঘাট উপজেলায় শিক্ষার গুনগত মান বৃদ্ধির জন্য বহুমূখী কাজ করে যাচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা

তথ্য	সংখ্যা/কতটি
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৬ টি
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	
এবতেদায়ী মাদ্রাসা	
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার	১০০%।
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হার	০%

১১. উপজেলা কৃষি ও সেচ

পাহাড়ী উচু,নীচু বিচিত্র ধরনের ভূমি সমন্বয়ে সিলেটের পূর্বাঞ্চলে সীমান্তবর্তী একটি উপজেলা হল গোয়াইনঘাট। ৯ টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত এ বিশাল আয়তনের এ উপজেলায় ভুমি রূপের ভিন্নতার জন্যে এ উপজেলার কৃষিতেও বৈচিত্র দেখা যায়। এখানে স্থায়ী ফল বাগান থেকে শুরু করে এক ফসলী, দুই ফসলী, তিন ফসলী জমিও রয়েছে। এ উপজেলার প্রধান ফসল ধান ছাড়াও পেয়ারা, লিচু,কাঁঠাল প্রচুর উৎপাদন হয়। গোয়াইনঘাট একটি খাদ্য উদ্বৃত্ত উপজেলা। উপজেলার খাদ্য চাহিদা মিটিয়ে ও প্রতিবছর হাজার মেঃ টন খাদ্য শস্য উদ্বৃত্ত থাকে।

কৃষি বিষয়ক সাধারণ তথ্য

ক্রঃ নং	বিবরণ		তথ্য
০১	ব্লকের সংখ্যা		৩০
০২	মোট আবাদযোগ্য জমি		২৪৮৫৭ হেঃ
০৩	এক ফসলী জমি		৮৭১১ হেঃ
০৪	দুই ফসলী জমি		১৩৮১২ হেঃ।
০৫	তিন ফসলী জমি		২৩৩৪ হেঃ।
৬	শস্য বিন্যাস		
	ক.	বোরো – পতিত– রোপা আমন	৯৮০০
	খ.	বোরো – পতিত– পতিত	৬৩৫০
	গ.	সরিষা–বোরো– পতিত	২৫৫০
	ঘ.	ফল বাগান	১০৩০
	ঙ.	মসলা-পাট-রোপআমান	১০০০
	চ.	বোরো-আউশ-রোপাআমন	১০০০
	ছ.	সবজি-সবজি-সবজি	৩০২০
	জ.	মসলা-মসলা-মসলা	১০০
	ঞ.	মরিচ–বোরো–পতিত	
০৭	ফসলের নিবিড়তা		১৭৯%
০৮	কৃষি পরিবার সংখ্যা		
	ক.	ভূমিহীন কৃষি পরিববার	৫৫৮০
	খ.	প্রান্তিক কৃষি পরিবার	৯৮৫০
	গ.	ক্ষুদ্র কৃষি পরিবার	৫৫৫০
	ঘ.	মাঝারী কৃষি পরিার	৩৯৭০
	ঙ.	বড় কৃষি পরিবার	৮৫০
০৯	এ ই জেড ভিত্তিক জমি		
	ক.	এ ই জেড নং- ১৯	৫১৮০
	খ.	এ ই জেড নং- ২২	৬০২৫
	গ.	এ ই জেড নং- ৩০	২৬৬৫
১০	কৃষি পণ্য		
	ক.	বিসিআইসি সার ডিলার	৮০
	খ.	খুচরা সার ডিলার	১০০

ক্রঃ নং	বিবরণ		তথ্য
	গ.	বিএডিসি সার ডিলার	১২
	ঘ.	বিএডিসি বীজ ডিলার	৫০
	ঙ.	কীটনাশক ডিলার	৯০
১২	সেচ		
	ক.	গভীর নলকূপ	৩০ টি
	খ.	অগভীর নলকূপ	১০৫৩ টি
	গ.	এলএলপি	৯৩১ টি
১৩	খাদ্য শস্য		
	ক.	উৎপাদন	৬০১১৫
	খ.	খাদ্য চাহিদা	৬৬৫৬০
	গ.	উদ্বৃত্ত	(+) ৫৫৫৫
১৪	কৃষক ক্লাব		
	ক.	কৃষক ক্লাব সংখ্যা	১০০
	খ.	প্রদত্ত অনুদান	
	গ.	ফলোআপ অনুদান	
	ঘ.	কৃষক মাঠ স্কুল	

১২. উপজেলা বন অফিস

ভূমিকা ঃ একটি দেশের মোট আয়তনের তুলনায় ২৫% বনভূমি থাকা দরকার। বর্তমানে যে পরিমাণ বনভূমি থাকা দরকার সে পরিমাণ বন ভূমি নাই। বর্তমানে দেশে আয়তনের তুলনায় বন ভূমির পরিমাণ ৯-১০%। যার ফলে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি সাধন হইতেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ইটের ভাটা/কলকারখানা/ যানবাহনের কালো ধোঁয়া/শব্দ দূষনের ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। বায়ূ মন্ডলে গ্রীন হাউজ আক্রান্ত হওয়ার ফলে বিশ্ব জলবায়ু বিরূপ প্রভাব ফেলে। যার কারণে দেশে অতিরিক্ত বন্যা, টর্ণেডো, অতি বৃস্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, ঝর-তুফান এবং বিভিন্ন নতুন নতুন রোগের আবিস্কার ইত্যাদি দিন দিন বাড়তেছে। কার্বনডাই অক্সাডের পরিমাণ বাড়া এবং অক্সিজেনের পরিমাণ কমার কারণে মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হইতেছে। দেশে বর্তমানে প্রতি বর্গ কিলো মিটার জায়গায় ১১ হইতে ১২শ লোক বাস করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে তাদের নিত্য দিনের চাহিদা যেমনঃ বাসস্থান, জ্বালানি, বস্ত্র, চিকিৎসা, আসবাবপত্র ইত্যাদি দিন দিন বাড়তেছে। বসতবাড়ি তৈরি, নতুন কল কারখানা স্থাপন, ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ, অফিস আদালত স্থাপনের ফলে দিন দিন বন ভূমির পরিমাণ কমতেছে। বিভিন্ন কারণে বন ভূমি উজার হওয়ার ফলে পশু-পাখি, বন্য প্রাণী তাদের আবাস্থল হারাচ্ছে ও বিলুপ্ত হচ্ছে।

বন বিভাগ কর্তৃক ২৫% বন ভূমির পরিমাণ উন্নতির লক্ষ্যে বন বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত সামাজিক বনায়নের কার্যক্রম বাংলাদেশের বন ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ও সাফল্য এনেছে। ১৯৮০ সালে বন বিভাগের উদ্যোগে চট্টগ্রামের বেতাগী ও পোমরায় স্থানীয় জনগণকে সংঠটিত করে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে তা সারাদেশব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে। সরকারী ভাবে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশের প্রতিটি উপজেলায় জনগণকে সম্পৃক্ত করে তাদের অংশীদারিত্বে ভিত্তিতে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সরকার সামাজিক কার্যক্রমকে টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে The forest Amendment act ২০০০ এর মাধ্যমে সামাজিক বনায়নকে ১৯২৭ সনের বন আইনে অন্তর্ভূক্ত করে। অত;পর সরকার এর ধারাবাহিকতায় সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ প্রনয়ন করে। এ বিধিমালা অনুসরনে বর্তমানে স্থানীয় জনগণকে বনায়নের সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সারাদেশ ব্যাপী সামাজিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন প্রজাতির চারা উৎপাদন, জনসাধারনের মধ্যে বিক্রয়/বিতরণ জন্য চারা উত্তোলন, বিভিন্ন রাস্তার ধারে স্ট্রীপ বাগান সৃজন, প্রতিষ্ঠান বনায়ন বিনা মূল্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পর্যায়ে চারা বিতরণ এবং বাগান সৃজন ও নার্সারী উত্তোলনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় জনগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও উদ্বুদ্ধ করণ ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান আছে। এবং এলাকায় যে সকল ভূমি পতিত অবস্থায় আছে সকল পতিত ভূমিতে বৃক্ষ রোপন করা হয় তাহলে আগামী কয়েক বছরের ভিতরে বাংলাদেশ ২৫% বন ভূমিতে উন্নীত করা যাবে।

তাই, আসুন বাড়ির আঙ্গিনায় বিভিন্ন ধরনের ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপন করে সবুজ বাড়ি, সবুজ নগরী, সবুজ দেশ, সবুজ পৃথিবী গড়ে তুলি। বেশি করে গাছ লাগাই, পরিবেশ বাঁচাই ও নিজেও বাঁচি এবং দেশ বাঁচাই।

১৩. উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

ভূমিকাঃ সিলেট জেলাধীন গোয়াইনঘাট উপজেলা ০৯ টি ইউনিয়ন বিশিষ্ট উপজেলা। এ উপজেলায় ইউনিয়নগুলোতে আর্সেনিকের উপস্থিতি তেমন নেই। আর্সেনিকমুক্ত পানীয়জল সরবরাহের জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ সগভীর নলকূপ খনন করে জনসাধারণকে নিরাপদ পানি সরবরাহের কাজ অব্যাহত আছে। পিইডিটি-৩ এর আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লক নির্মাণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহ করাও এই দপ্তরের মূলকাজ। সুস্থ জীবন যাপনের লক্ষ্যে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে।

এক নজরে

উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিষয়ক তথ্য

ক্র: নং	জনস্বাসথ্য বিষয়ক তথ্যাদি	মোট সংখ্যা	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা রয়েছে	%	নিজস্ব নলকূপ রয়েছে	নিরাপদ পানির ব্যবস্থা	%
০১	খানা	৬৭৮৩১	৪২৫৪৩	৮১%	২০৮৭৩	৫৭৮৩১	২৫%
০২	হাটবাজার	১২	১২	১০০%	১২	১২	১০০%

১৪. উপজেলা মহিলা বিষয়ক

বাংলাদেশের মোট জন সংখ্যা প্রায় অর্ধেক নারী হওয়া সত্বেও দেশের সামাজিক , অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে আছে। নারী উন্নয়ন তাই অগ্রাধিকার ক্ষেত্র বলে বিবেচিত। ২০০০ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত Mellenium Development Goals (MDG) এ যে ৮টি লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫ মধ্যে অর্জনের নির্দেশনা রয়েছে তা অব্যাহতভাবে এগিয়ে নেযার জন্য নারী সমাজের সামগ্রীক উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । নারী ও শিশুর সার্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতায়ন এবং সামগ্রীক উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণের জন্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে। নিবিড় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, শ্রম বাজারে ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরন, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সেই সাথে গ্রামীন অসহায় মহিলাদের উন্নয়ন ও পূর্নবাসন, হতদরিদ্র, দুঃস্থ, অসহায় ও গর্ভবর্তী নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের মাঝে অর্ন্তভুক্তকরণের লক্ষ্যে ও বিভিন্ন কর্মসুচি পালিত হচ্ছে।

উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম সমুহ হচ্ছেঃ-

- পল্লী অঞ্চলে দরিদ্র মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা প্রদান ও ক্ষমতায়নের জন্য খাদ্য সহায়তাসহ উন্নয়ন প্যাকেজ সেবা প্রদান করা হয়।
- দুঃস্থ ও প্রশিক্ষিত নারীদের দরিদ্র বিমোচন পূর্নবাসন ও কল্যাণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরন কর্মসুচি পালিত হচ্ছে।
- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইনী সহায়তা ও আশ্রয় প্রদান
- বৃত্তি মূলক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা
- বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি গঠনে উৎসাহিত করে নারীদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ ও অনুদান প্রদান ।
- দুঃস্থ নারীদের মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান

- নির্যাতিত দুঃস্থ মহিলা ও শিশুদের আর্থিক সহায়তা প্রদান
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ " শীর্ষক কার্যক্রমের আওতায় সফল জয়িতাদের সম্মাননা প্রদান।

১৫. উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস

ভূমিকা:- অভিজ্ঞতা ও কর্মপরিধির দিক থেকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে একক বৃহত্তম সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিগত চার দশক ধরে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গিকার ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অংশ হিসাবে দেশের দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার কমিয়ে আনা হয়েছে। দারিদ্র বিমোচনে এই সাফল্যে বিআরডিবির অবদান অনস্বীকার্য।

কৃষি উৎপাদান বৃদ্ধির লক্ষে আইআরডিপির (ওজউচ) উত্তরসূরী হিসাবে বিআরডিবি কুমিল্লা মডেলের দ্বিস্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে কাজ করে আসছে। পরবর্তীতে দেশের পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিআরডিবি দেশের বিপুল সংখ্যক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনায় পুজিঁ গঠন,প্রশিক্ষণ সুবিধা, সম্পদ উন্নয়ন,প্রযুক্তি হস্তান্তর ও নারীর ক্ষমতায়ন সহ সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও আত্নকর্মসস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে।

বর্তমান সরকার কর্তৃক ঘোষিত "দিন বদলের সনদ" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের অগ্রাধীকার ভূক্ত প্রকল্প একটি বাড়ি একটি খামার প্রতিটি ইউনিয়নে কাজ করে যাচ্ছে। স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার তথা জীবিকায়নের মাধ্যমে গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করন, সঞ্চয় উৎসাহ প্রদান এবং সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনায় পুজিঁ গঠনে সহায়তা প্রদান, আত্নকর্মসস্থানের মাধ্যমে সাবলম্বীকরার কার্যক্রম সহ বহুমূখি কর্মকান্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। গোয়াইনঘাট উপজেলায় একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় ৪৫ টি সমিতি গঠন করে ২২৮৪ জন সদস্যকে প্রকল্পর আওতায় আনা হয়েছে।

উপজেলা পল্লী উন্নয়নের বর্তমান অবস্থা

প্রকল্পের নাম	নারী	পুরুষ	মন্তব্য
একটি বাড়ি একটি খামর প্রকল্প	২০৭২	২২০৯	
সদাবিক	৬৮৩	৫৩৩	
মুক্তিযোদ্ধা	৩১	১৩৩	
ইউসিসি	৫০৪	৬১০	
পল্লী প্রগতি	৪১	২১০	

১৬. উপজেলা সমবায় অফিস

ভূমিকাঃ "দশে মিলে করি কাজ ,হারি জিতি নাহি লাজ" এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে। গ্রাম্য মহাজন এর দৌরাত্ব এবং ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতিক দূর্যোগের হাত থেকে কৃষক কুলকে রক্ষা করতে ঞযব পড়-ড়ঢ়বৎধঃরাব পৎবফরঃ ংড়পরবঃরবং অপঃ ড়ভ ১৯০৪ এ উপমহাদেশে প্রবর্তন করা হয়। তখন থেকেই এই অপঃ এর আওতায় সমবায় পদ্বতি ঐতিহ্যগত ভাবে এ উপমহাদেশে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। সমবায়ের মাধ্যমে সমবায়িদেরকে স্বাবলম্বি করে গড়ে তোলাই হচ্ছে সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য। শত বছরের প্রাচীন ও পরীক্ষিত একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া হচ্ছে সমবায়। প্রতিটি সমবায় সমিতি হচ্ছে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। সমবায় সমিতি সমূহ কয়েকটি মৌলিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। যার মধ্যে গনতন্ত্র, সাম্য এবং সমমর্মিতা অন্যতম। সমবায় সমিতি সমূহ হচ্ছে স্বশাসিত সংঘবদ্ধ এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রতিষ্ঠান, যার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতিতে অবদান রাখা। বাংলাদেশে ১৯০৪ সাল

থেকে সমবায় আন্দোলন তার ঐতিহ্যকে ধারণ করে আসছে। এ সকল সমিতির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দ্রারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারী ক্ষমতায়ন ,সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং সর্বোপরি টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন।

উপজেলা সমবায় অফিসের উল্লেখযোগ্য কাযক্রম নিম্নরুপ:

ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে গনতন্ত্রমনা জনগনকে সমবায় আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের সমন্বয়ে সমবায় সমিতি গঠন,নিবন্ধন,তত্ত্বাবধায়ন ও আইনগত ভাবে নিয়ন্ত্রন করা।

নিয়মিত নিবন্ধিত সমবায় সমিতির বার্ষিক নিরীক্ষা,পরিদর্শন, তদন্ত,নির্বাচন ও অবসায়ন কাযক্রম সম্পাদন করা।

সমবায় নেতৃবৃন্দ ও সদস্যবৃন্দকে সমবায় সম্পর্কিত জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সমবায় ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন,নেতৃত্বের বিকাশ, আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন সংক্রান্ত প্রশিক্ষন প্রদান।

সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করার লক্ষ্যে সমবায়ের প্রচার, প্রকাশনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন করা।

সমবায় সমিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় সমিতির উপর জরিপ, গবেষণা, কেস ষ্টাড়ি পরিচালনা করা এবংএর উপর প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ সরকারের অনুমোদন, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত আশ্রায়ন /আবাসন, এলজিইডি, পানি উন্নয়ন বোর্ড ও সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গৃহীত কর্মসূচীর আওতায় সংগঠিত সমবায় সমিতি নিবন্ধন,তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রন।

বৃক্ষরোপন, পারিবার পরিকল্পনা, গনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য রক্ষা ইত্যাদি সরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা।

সমবায় সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, আশ্রায়ন প্রকল্প ঋন বিতরন ও আদায় কাযক্রম পরিচালনা করা।

প্রতিটি জেলা ও উপজেলা শহরে সমবায় বাজার প্রতিষ্ঠা করে ন্যায্য মুল্যে ভোক্তাদের কাছে নির্ভেজাল পন্য পৌছে দেওয়া।

অত্র উপজেলায় সমবায়ীদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যেমন:- কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, অফিস ব্যবস্থাপনা ও হিসাব সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া সবজি চাষ ও ব্লক বাটিক বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

উপজেলা সমবায় অফিস : উপজেলার সমবায় সমিতির তথ্যাদি

সমিতির ধরন	সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	সঞ্চয় পরিমান(টাকা)	ঋন প্রদান(টাকা)	আদায়ের হার
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লি:	০১	৪০	২০০০০/-	-	-
বহুমুখী সমবায় সমিতি লি:	২০	৬৫০	১,৮০,০০০/-	-	-
অন্যান্য সমবায় সমিতি লি:	১৫	২০০	১,০০০০০/-	-	-
শ্রমিক সমবায় সমিতি লি:	১০	২০০	১,০০০০০/-	১০০০০০/-	৯০%
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি:	১৪	৮৫৪	৪,৩৬০০০/-	-	-
যুব সমবায় সমিতি লি:	০৫	২৫৬	১০০০০০/-	-	-
সঞ্চয় ও ঋনদান সমবায় সমিতি লি:	১০	২৮০	৩৩০০০০/-	৩০০০০০/-	৫০%
সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি:	০১	৬০	১০০০০০/-	১০০০০০/-	৯০%
সর্বমোট=	৬০	১৫৫৬	১৩,৬৮০০০/-	৫,০০০০০/-	-

১৭. উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস

উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস, গোয়াইনঘাট উপজেলার মানুষের আমিষের চাহিদা মিটিয়ে সুস্থ ও সবল মানব সম্পদ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গোয়াইনঘাট উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের সরাসরি তত্বাবধানে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ডিম উৎপাদন ছিল ৮০,১০,৬০০টি, দুধ উৎপাদন ছিল ২০,১৫৯ মেট্রিক টন এবং মাংশ উৎপাদন ছিল ৯০১৫ মেট্রিক টন। তাছাড়া প্রতিবছর বেকার যুবক ও যুবতী এবং সাধারণ কৃষকদের প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে, যার ফলে দূর হচ্ছে বেকার সমস্যা, বৃদ্ধি পাচ্ছে আত্ব নির্ভরশীলতা। এছাড়া এনএটিপি প্রকল্পের মাধ্যমে সিআইজি সদস্যদের মধ্যে সমবায়ী মনোভাব গড়ে তুলতে প্রাণিসম্পদ দপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্যাদি

তথ্যাদি	সংখ্যা	প্রাণির জাত/ খামারের ধরণ	মন্তব্য
উপজেলায় গরু	৪৮০,৯২ টি	দেশী / শংকর	
মহিষ	১২০০ টি	দেশী	
ছাগল	৩০৫১৫ টি	ব্লাক বেঙ্গল	
ভেড়া	৩৫৪৯০ টি	দেশী	
হাঁস-মুরগির সরকারী খামার	----	----	
গাভীর খামার রেজিষ্ট্রিকৃত	----	-----	
হাঁস-মুরগির খামার	৮০ টি	ব্রয়লার / লেয়ার	

ক্রঃ নং	তথ্যবলী	সংখ্যা
১	প্রাণিসম্পদ চিকিৎসালয়	০১ টি
২	কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র	০১ টি
৩	কৃত্রিম প্রজজন পয়েন্ট (ইউনিয়ন পর্যায়ে)	০৫ টি
৪	গরু (দেশী/সংকর জাত)	২০৯২৭ টি
৫	মহিষ	৮০৭ টি
৬	ছাগল	৯৫১৫ টি
৭	ভেড়া	২৪৯০টি
৮	মুরগী (দেশী/ উন্নত জাত)	২০৭৫৩৫ টি
৯	হাঁস	৫৪৩৫০ টি
১০	কবুতর	৩৫৪০ টি
১১	গাভীর খামার (সংকর জাত)	১০০ টি
১২	ছাগলের খামার	৩০ টি
১৩	ভেড়ার খামার	০৮ টি
১৪	মুরগীর খামার (লেয়ার)	০৫ টি
১৫	মুরগীর খামার (ব্রয়লার)	৫০ টি
১৬	হাঁসের খামার	৫০ টি

১৮. উপজেলা রিসোর্স সেন্টার

ভূমিকা: প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে শিক্ষার প্রথম সোপান। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগি সকল শিশুর জন্য এ শিক্ষা লাভ একটি সাংবিধানিক অধিকার। এ অধিকারকে সমন্বিত রাখার জন্য সরকার "সবার জন্য শিক্ষা" কর্মসূচী চালু করেছে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিষয়গুলোর উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় তা হলো: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগি শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, ভর্তি হওয়া শিশুদের নিয়মিত হাজিরা বৃদ্ধি এবং পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ সমাপ্তির হার বৃদ্ধি। এ লক্ষ্যে গৃহিত বিভিন্ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন সন্তোষজনক। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের পাশাপাশি বর্তমান সময়ের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা গুনগত মান উন্নয়ন। বলা বাহুল্য শিক্ষা হবে জীবন ঘনিষ্ট। এ শিক্ষা একদিকে যেমন শিশুকে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করবে, একই সঙ্গে তার অর্জিত শিক্ষা তার পরিবার, সমাজ ও জাতির আর্থ সামাজিক উন্নয়নেও সহায়ক হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বর্তমান সরকার মান সম্মত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা, তাছাড়া সদ্য প্রস্ফুটিত কোমলমতি শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে। আর এই জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন চাহিদা ভিত্তিক যুগোপযোগি প্রশিক্ষণ। মান সম্মত প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলী। তাঁদের সত্যিকার পেশাদারিত্বের উপর নির্ভর করে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন। শিক্ষক শিক্ষিকাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁদের পেশার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। এ জন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ, প্রেষণা ও টেকসই উদ্যোগ। প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলেই নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মান সম্মত শিক্ষা নির্ভর করে শিক্ষা সহায়ক বিদ্যালয় পরিবেশ, যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক, কার্যকর শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, উন্নততর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক, সর্বোপরী শিখন উপযোগি শিক্ষার্থীর উপর। শিক্ষক যদি পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত থাকেন, শিক্ষকের শিখন শেখানো কাজ যদি সক্রিয় হয়, এবং শিখন সহায়ক পরিবেশ বিদ্যমান থাকে তাহলে শিশুরা শিখতে আগ্রহী হয়, পরিপূর্ণ শিখনও নিশ্চিত হয়। বর্তমান সরকার জাতিসংঘের নির্ধারিত

"সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (গউএ)" অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা অর্জনে দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ। মান সম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে ও ঝড়ে পড়া কমাতে এবং প্রাথমিক শিক্ষার সমাপ্তির হার বাড়াতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। আমরা জানি যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সামর্থ্য এক নয়। অন্যদিকে প্রত্যেক শিক্ষকের নিজস্ব শিক্ষণপদ্ধতি ও শ্রেণিতে পাঠ উপস্থাপনের পরিকল্পনা ও কৌশল প্রয়োগের ভিন্নতা রয়েছে। যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য পুন: নির্ধারণ করে কতগুলো লক্ষ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা চিহ্নিত করা হয়েছে। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলোর ভিত্তিতে এবং শিশুর বয়স, সামর্থ্য, মানসিক পরিপক্কতা, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বর্তমান ও ভবিষ্যত চাহিদা, বিদ্যালয়ের ভৌত সুবিধাদি, শিক্ষকের যোগ্যতা ও প্রস্তুতি ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের কাঠামোর অন্তর্গত সকল বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ এবং প্রত্যেক বিষয়ের জন্য প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে প্রথম হতে পঞ্চম শ্রেণির জন্য আবশ্যকীয় শিখনক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন উপজেলা রিসোর্স সেন্টার সরকারের একটি নবতম ধারণা। উপজেলা রিসোর্স সেন্টার এর প্রধান এবং অন্যতম কাজ হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকরেদ প্রেষণা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং বাস্তবায়ন করা। এ লক্ষ্যে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার কর্তৃক বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত প্রধান শিক্ষক এবং সহকারি শিক্ষকদের বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, বেসিক ইন সার্ভিস প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে। তাছাড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, উপকরণ উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ণ প্রশিক্ষণ, শিখবে প্রতিটি শিশু (ঊঈখ) প্রশিক্ষণ, সুস্বাস্থ্য-সুশিক্ষা, নবনিযুক্ত শিক্ষকের ইনডাকশন প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এছাড়াও প্রধান শিক্ষকদের ঝগঞ ও লিডারশিপ প্রশিক্ষণ, ঝখওচ কমিটির প্রশিক্ষণ, ইংলিশ ইন একশন এর অধীনে ক্লাস্টার মিটিং, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দের (ঝগঈ) প্রশিক্ষণ আয়োজন করছে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মনিটরিং ও একাডেমিক সুপারভিশন কার্যক্রমেও এ প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষকদের পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ ব্যবহার ও পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করত: পাঠদান নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন সহায়তা ও পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের সহায়ত করছে।
গোয়াইনঘাট উপজেলার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে (২০১৯-২০; ২০২০-২১; ২০২১-২২; ২০২২-২৩; ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর) উপজেলা পরিষদের পরিকল্পনা বই প্রণয়নের লক্ষ্যে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, গোয়াইনঘাট এর বিভিন্ন তথ্যাবলী।

১৯. পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ)

বাংলাদেশের মোট জন সংখ্যার প্রায় আশি ভাগ মানুষ বাস করে পল্লী এলাকায় এবং এদের সিংহভাগের অবস্থানই দারিদ্র সীমার নীচে। তাই পল্লীবাসী তথা গ্রামীণ বিত্তহীন দারিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষতঃ মহিলাদের সচেনতা ও অস্থা বৃদ্ধি, তাদের সামাজিক ক্ষমতায়ন, বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বিত্তহীন জনগোষ্ঠীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্পের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য।

২০০০ সাল থেকে প্রকল্পটি চলমান আছে প্রকল্পের নিজস্ব অবকাঠামো উপজেলা পরিষদের দক্ষিণ পশ্চিমে বিআরডিবি ক্যাম্পাসে অবস্থিত।

২০. আনসার ও ভিডিপি

		আনছার		ভিডিপি	
		পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
০১	আনসার ভিডিপি সদস্য সংখ্যা (পুরুষ, মহিলা)	৩৬০ জন	৩২ জন	৪৬১৬ জন	৩৬১৬ জন
০২	সমিতির সংখ্যা			২ টা	৩ টা
০৩	মৌলিক প্রশিক্ষণ ব্যাচ এবং সংখ্যা	১০০ জন	২৫ জন	৫২০ জন	৩২০ জন
০৪	ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ			৫ জন	৫ জন
০৫	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ			১০০ জন	১০০ জন
০৬	সেলাই প্রশিক্ষণ				৫ জন
০৭	আনসার প্রশিক্ষণ	১০০ জন	২৫ জন		
০৮	ভিডিপি প্রশিক্ষণ (মৌলিক)			৩৫ জন	২৫ জন
০৯	বাঁশ ও বেত প্রশিক্ষণ				৫ জন
১০	গবাদী পশু প্রশিক্ষণ			৫ জন	
১১	হাঁস মুরগী প্রশিক্ষণ				৫ জন
১২	মোবাইল প্রশিক্ষণ			২০ জন	২০ জন
১৩	ওয়েল ডিং প্রশিক্ষণ			৫ জন	

তৃতীয় অধ্যায়
উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত ধারণা

৩.১ পরিকল্পনা কি

কোন দেশের ভবিষ্যত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সম্ভাবনা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সিদ্ধান্ত গস্থহণ ও কার্যক্রম প্রণয়নের সনাতন প্রক্রিয়া হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা। এর মাধ্যমে দেশের রুপকল্প লাভ করা সম্ভব হয় যার মাধ্যমে সরকার দেশ ও জনসাধারণের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে কোন দেশের সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য এশটি মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা। এঁা ব্যতীত সরকারের পক্ষে রুপকল্পের আলোকে কার্যকরভাবে দক্ষতার সাথে উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ এবং আর্থিক বরাদ্দ ও মানব সম্পদ নিয়োজিত করা সম্ভব নয়।

একই সাথে, জনগণকে অবশ্যই পরিকল্পনা প্রণয়ণে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় তারাও পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে উ্দ্ধ হবে। এভাবে জনসাধারণ আউটপুট মনিটরিং এবং ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন।

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা পরবর্তি সময়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয় এবং এশটি জাতীয় উন্নয়ন

পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক এশটি দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা' (২০১০-১১ হতে ২০২২-২৩) এবং মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা 'সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা' প্রণীত হয়েছে। সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছেঃ ক) জিডিপি প্রবৃদ্ধি উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও দ্রুত দারিদ্র হ্রাস; খ) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি নাগরিকের সম্পৃক্ততা ও সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক ক্ষমতায়নের জন্য এশটি বৃহত্তর আঙ্গিকের কৌশল নির্ধারণ; এবং গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় এশটি টেশসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া নির্মাণ, প্রাকৃতিক সম্পদেও টেশসই ব্যবহার, অনিবার্য নগরায়নের সফল ব্যবস্থাপনা। এয়াড়াও, ২০১৫ সালে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছে এবং এশটি মধ্যম আয়ের দেশে রুপান্তরের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

৩.২ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনা বিদ্যমান রয়েছে। জাতীয় ও অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

৩.২.১ জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ

জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে রয়েছে ১) পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা, সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ হিসেবে পরিকল্পনা কমিশন এর দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের ধারণা, প্রত্যাশা ও রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহকে সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে প্রতিফলন ঘাঁনো এবং এগুলোকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা। পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদন করা।

৩.২.২ খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের জন্য বিস্তৃত পরিসরের পরিকল্পনা যেমন; কৃষি, মৎস্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ ইত্যাদি। কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের সঠিক ও টেশসই পদ্ধতিতে উন্নয়নের জন্য উপ-খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

উপজেলা পর্যায়ে সাধারণত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এনবিডি-এর নিজস্ব খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা থাকে যা (১) এ উল্লিখিত জাতীয় পরিকল্পনা অনুসাওে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। যেমন; যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে বাংলাদেশ

সড়ক মাস্টার প্লান (আরএমপি) ২০০৭, যেখানে নতুন সড়ক নির্মানের বিস্তারিত ভৌত কাঠামোগত পরিকল্পনা প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের জন্য, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১০ হচ্ছে খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার এশটি উদাহরণ। জাতীয় পশু সম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালায় পশু সম্পদ খাতের বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রদান করেছে। উক্ত খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রণীত হয়ে থাকে এবং এর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন একক নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয় না। এ ধরনের খাতওয়ারি উন্নয়ন পরিকল্পনা জাতীয় পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৩.২.৩ উপজেলা পর্যায়ের পরিকল্পনাসমূহ

উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদা, অগ্রাধিকার, সক্ষমতা ও সম্পদেও প্রাপ্যতা বিবেচনা করে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলায় কর্মরত এনবিডিসমূহের চাহিদাও অগ্রাধিকারের প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ও একীভূত পরিকল্পনাই উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা হওয়া দরকার। উক্ত পরিকল্পনায় জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহের প্রতিফলন থাকতে হবে এবং স্থানীয় বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় ও খাতওয়ারি লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখতে হবে।

- ***উপজেলা পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা***

পঞ্চ-বার্ষিক প্ররিকল্পনা উপজেলা পরিষদের একটি মধ্যম মেয়াদের পরিকল্পনা। উক্ত পরিকল্পনাটি সমন্বিত প্রকৃতির (comprehensive) হওয়া উচিৎ এবং এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের যেমন; ইউনিয়ন, পৌরসভা, এনবিডি, এনজিও ও ব্যক্তিখাতের প্রস্তাবনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিৎ। উক্ত পরিকল্পায় ভিশন, উদ্দেশ্যসমুহ,উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ, অগ্রাধিকার প্রকল্প/স্কিম এবং সময়াবদ্ধ বাস্তবায়নসূচী থাকতে হবে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে কওে এাঁ জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং উহাতে অবদান রাখতে পারে।

- ***উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা***

উপজেলা পরিষদেও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে উপজেলার বার্ষিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা। এতে প্রকল্প, প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয়, তহবিলের উৎস, বাস্তবায়ন কৌশল, বাস্তবায়নকারি সংস্থা, পরীবিক্ষণ পদ্ধতি (monitoring mechanism) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদিত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক বিভাজন হওয়া বাঞ্চনীয়।

৩.২.৪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম-প্রবাহ ও সময়সূচি

এলজিডি'র নির্দেশিকা[১] অনুসাওে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত পরিকল্পনা অনুসাওে সকল উন্নয়ন প্রকল্প (স্কিম) গ্রহন করতে হবে।

সাধারণভাবে উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় রেখে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে:

- পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত মধ্যম-মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল
- বিদ্যমান পরিস্থিতি (জরুরী এবং/ বা গুরুত্বপূর্ণ)
- বিদ্যমান অগ্রাধিকার প্রকল্প ও স্কিম
- আর্থিক সম্পদেও প্রাপ্যতা এবং
- প্রকল্প বাস্তবায়নের কারিগরি সক্ষমতা

যেহেতু পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম তাই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে।

প্রতি উপজেলার অর্থ বছর অর্থাৎ ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট সময়কাল। সে কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া প্রতি বছর এপ্রিল মাসে উদ্যোগ গস্থহণ কওে জুন মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে।

৩.২.৫ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রণয়ন প্রক্রিয়া নিচের চিত্র ১ এ উপস্থাপন করা হলো।

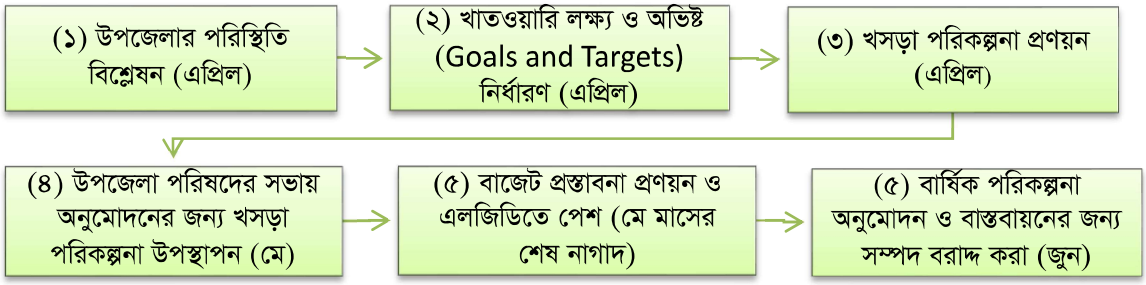

চিত্র ১: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছে। একইসাথে প্রত্যেক ধাপের জন্য প্রয়োজনীয় সময় সম্পর্কেও আলোচনা করেছে এবং বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ কররছে। উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তার জন্য এশটি কারিগরি কমিটিও গঠন করে। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সুপারিশকৃত ফরম্যাট নিম্নে এ প্রদর্শন করা হলোঃ

পরিকল্পনার ফরম্যাট

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর তালিকা	দায়িত্বশীল ব্যক্তি	স্থান	সময়সীমা	পদ্ধতি
সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে পরামর্শ	বিভিন্ন সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ইউপি, ইউডিসিসি ও ওয়ার্ড সভা	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা
তথ্য, পরিকল্পনার প্রস্তাবনা সংগ্রহ	উপজেলা কমিটি, টিজিপি	ইউপি, ইউডিসিসি ও সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	দলীলপত্র সংগ্রহ
সম্পদ বিবরণী হালনাগাদ করা	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	মার্চ মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ সন্নিবেশন	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ যাচাই-বাছাই	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা/ বিশ্লেষন
খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করা	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	আলোচনা/ বিশ্লেষন
উপজেলা পরিষদে খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা পেশ করা	উপজেলা কমিটি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	খসড়া পরিকল্পনা

চতুর্থ অধ্যায়
উপজেলার সম্পদ বিবরনী

উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে লভ্য সম্পদঃ

<table>
<tr><th>জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প</th><th>স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প</th><th>শিল্প/বাণিজ্যিক উদ্যোগ</th><th>অন্যান্য প্রকল্প</th></tr>
<tr><td rowspan="2">উপজেলায় জাতীয় প্রকল্পসমূহ</td><td>উপজেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ</td><td rowspan="4">শিল্প/বাণিজ্যিক প্রকল্পসমূহ

ব্যাংকিং/ঋণ কর্মসূচি/ অবকাঠামোগত ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প</td><td rowspan="4">সংসদ সদস্যের অগ্রাধিকার প্রকল্প
এনজিওসমূহের প্রকল্প
সিএসও’র প্রকল্পসমূহ</td></tr>
<tr><td>জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের প্রকল্প</td><td>জেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">সরকারি বিভাগসমূহের ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রকল্প</td><td>ইউজিডিপি প্রকল্পসমূহ</td></tr>
<tr><td>ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্পসমূহ</td></tr>
</table>